# :লোগোগ্রাফি বা গদ্য - ইতিহাস চর্চার ধারণা:

ল্যাটিন ' Logos ' শব্দ থেকে ' Logographoi ' শব্দটি এসেছে , যার অর্থ হল কাহিনী ( অর্থাৎ রূপকথা , গল্প , প্রচলিত বিভিন্ন মিথ বা আরো ভালো করে বললে বিভিন্ন ঘটনার গদ্যে রচিত প্রতিবেদন ) । ইংরেজিতে ব্যবহৃত Logographer শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ Logos বা গদ্যরূপ গল্প এবং graphos বা লেখক থেকে । আসলে বহুকাল ধরে যে প্রচলিত কাব্যগাথা ছিল , সেগুলোকে গদ্যরূপ দিয়ে জনমানসে প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে যে নতুন ধরনের সাহিত্য লিখন রীতি উঠে এসেছিল সেগুলোকেই ঐতিহাসিকেরা Logography হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । স্বাভাবিকভাবেই লোগোগ্রাফির রচয়িতাগণ লোগোগ্রাফার ( Logographer ) নামে পরিচিতি লাভ করেন। লোগোগ্রাফারদের কাজ ছিল বিভিন্ন মন্দির ও বংশগত উপাদান থেকে মালমশলা ( তথ্য ) সংগ্রহ করে তা সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করা। তাই এঁদের রচনায় বংশ বৃত্তান্তমূলক বিভিন্ন শহর ( নগর রাষ্ট্র বা Polis ) এবং তার জনসাধারণ , শাসক , শাসনপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও উঠে এসেছে । বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত পুরাণ বৃত্তান্ত ( Mythology ) , প্রতিষ্ঠাতা , দেবদেবী , ধর্মীয় রীতি - নীতি তথা আচার - আচরণ সম্পর্কে জানার জন্য লোগোগ্রাফারদের রচনা গুরুত্বপূর্ণ । ভূমিকা পালন করেছিল । লোগোগ্রাফাররা ঘটনা বিশ্লেষণ বা ঘটনার সত্যান্বেষণের তুলনায় তার বর্ণনাকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিল ।

হোমারীয় ও হেসিওডীয় পর্বে রচিত কল্পনাশ্রয়ী কাব্য - কবিতা প্রকৃত ইতিহাস রচনার পথকে রুদ্ধ করে। এই পর্বের ইতিহাসে দেবতাদের জন্ম তত্ত্ব ও কুলজী বর্ণনা ও সমাজের উদ্ভবের বিষয়ে গ্রিকদের আদিম বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে ছিল। একদিকে এগুলিতে ছিল ' সামাজিক বিবর্তনের ধারা গুলির কাঠামো' বা 'বিশ্ব ইতিহাস পরিকল্পনা'। অন্যদিকে , এর উর্ধে স্থান লাভ করেছিল অলৌকিক শক্তির প্রভাব। কিন্তু গ্রিসে বিধিবদ্ধ ইতিহাস রচনার জন্য হেরেডটাসও থুকিডাইডিস পর্বে যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট গড়েউঠেছিল , তার পূর্বশর্তগুলি প্রকাশ পেয়েছিল বর্ণনামূলক গদ্য – ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে। এই শর্তগুলির মধ্যে প্রধান ছিল -১ । সহজ ও রীতিগত গদ্যের উদ্ভব , ২। যুক্তিবাদী বিচার - বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রিক জাতির আবির্ভাব বিষয়ে অতিকথনমূলক বর্ণনা পরিহার এবং ৩। সামাজিক ও সাংগঠনিক উৎপত্তি সম্পর্কে জানার উদ্দীপনা সৃষ্টি প্রভৃতি । প্রাক্ - খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রিকসমাজে এই শর্তগুলি ছিল অনুপস্থিত । পরবর্তী শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ লোগোগ্রাফারদের লেখনীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক বর্ণনার জন্য অপরিহার্য এই প্রাক - শর্তগুলি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মূল গ্রিক ভূখণ্ডেনয় , গদ্য - ভাষাও স্বাধীন যুক্তিবাদী ( unorthodox ) চিন্তার উৎসথল ছিল এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আয়োনিয়া অঞ্চল ।

হেলেনিক সভ্যতার মূল আদর্শ ছিল যুক্তিবাদী মানসিকতা ( rational mentality ) । তথাপি মূল গ্রিক ভূখণ্ডেনয় , এইরূপ মানসিকতার সুতিকাগৃহগড়ে উঠেছিল আয়োনিয়াতে। এরও একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে । অতি প্রাচীনকাল থেকে আয়োনিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গমস্থল হিসেবে গড়ে উঠেছিল । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক জগতের বিরুদ্ধে সমর অভিযানে সম্রাট দরায়ুস প্রমুখ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন । এর বহু আগেই এশিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে পশ্চিম দেশের

' ক্যারভান পথ ' আয়োনিয়ান ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে । এর দক্ষিণ প্রান্তে উপকূলীয় অঞ্চলে ফোনেশিয়ান ( phonecian ) জাহাজগুলি পণ্যসামগ্রী , এমনকি বর্ণমালা নিয়ে উপস্থিত হয় । এই জাহাজগুলি আয়াোনিয়ার পশ্চিম অঞ্চলীয় দ্বীপমালা ও উপকূল বরাবর কৃষসাগর অবধি চলাচল করত । এই বাণিজ্যপথের উপরেই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য নগরী ট্রয় ; গড়ে উঠেছিল উপনিবেশ ।

প্রাক – হোমারীয় যুগ থেকেই অ্যাটিকা ( Attica ) , ক্রিট ( Crite ) এবং ইজিয়ানবাসীদের ( Aegian ) সঙ্গে আয়োনিয়ানদের সম্পর্ক স্থাপিত হত। গ্রিক সভ্যতার বিকাশের আদি পর্বে এথেন্স অপেক্ষা আয়োনিয়ান অধিবাসীগণের প্রভাব ছিল অধিক । গ্রিক জগতের বাইরে এক বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল । বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁদের কাছে অধিক জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত ছিল । তাঁরা ছিলেন অনেক মুক্তমনা । স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানান্বেষণের আকাঙ্খা ছিল অধিক । বিচিত্র ধরণের পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তাঁরা অনেক বেশি অনুসন্ধিৎসু এবং সংশয়বাদী ( Scep tic ) হয়ে ওঠেন । বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যায়ণ করতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন । প্রাচীন বিশ্বাসসমূহের ভিত নড়বড়ে হয়ে ওঠে । অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যেভাবে প্রচলিত খ্রিস্টান ঈশ্বরতকে ( Theology ) আক্রমণ করে সত্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন , একইভাবে যুক্তির কষ্টিপাথরে হোমারের বর্ণনাকে যাচাই করতে গিয়ে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে ওঠেন । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী দার্শনিক জেনোফেনেস ( Xenophanes ) হোমার ও হেসিওডের অতিকথন মূলক বর্ণনাকে ' অবাস্তব'বলে বর্ণনা করেছিলেন । তিনি মনে করেছিলেন , প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে হোমারের বর্ণনার বাস্তবতা অসম্ভব , সেগুলি অলৌকিক । এই ধরণের চেতনা উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতেই গদ্য - ইতিহাসচর্চার ( logography ) জন্ম হয় ।

লোগোগ্রাফার শ্রেণির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল গ্রিসের আইওনিয়া অঞ্চলে । স্বাভাবিক ভাবেই এদের রচনাগুলোর ভাষা হয়ে ওঠে আইওনীয় উপভাষা যা সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য হয়েছিল । আইওনীয় অঞ্চলে যে নতুন লিখন শৈলী গড়ে উঠল তা অচিরেই বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যায় উদ্ভাসিত হয়েছিল । সেই ব্যাখ্যায় যেমন ঠাঁই পেয়েছিল গ্রিসের সমাজ , রাষ্ট্র , রাজনীতি , ধর্ম , তেমনই গ্রিসের বাইরের ভৌগোলিক পরিচিতি , বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা , প্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার তুলনা প্রভৃতি বিষয় লোগোগ্রাফারদের রচনায় উঠে আসে । এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল গ্রিক মননে , যার প্রমাণ পাই পরবর্তীকালীন গ্রিক ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে ভূগোল , জনসমাজ , ভিন্ন ভাষা - ভাষী গাোষ্ঠীর নানাবিধ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলিতে । বলাবাহুল্য গ্রিক চিন্তার দিগন্ত প্রসারে লোগোগ্রাফারদের কমবেশি ভূমিকা ছিল । আবার ইতিহাস চর্চার ধারায় এদের রচনাগুলো ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

' লোগোগ্রাফি ' বা গদ্য - ইতিহাসের বৈশিষ্ট :--

গ্রিসের আদি ইতিহাসের উদ্ভবে হোমার এবং প্রাক্ - সক্রেটিস যুগের দার্শনিকদের প্রভাব ছিল । গদ্য - ইতিহাসের উদ্ভবের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রেরণাটি এসেছিল ' লোগোগ্রাফার ' - দের রচনা থেকে ।

লোগোগ্রাফারগণ মূলত কাহিনী , বর্ণনা , ব্যাখ্যা , যুক্তি - তর্ক প্রভৃতির লেখক । সুতরাং , এটি ছিল একটি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক পরিভাষা । একজন লোগোগ্রাফার ঘটনা অথবা কল্পনাকে আশ্রয় করে যেকোনো বিষয়ের উপর আলোকপাত করতেন । তবে রচনার আঙ্গিক অবশ্যই ' গদ্য ' হতে হত । পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষভাগ থেকে এই পদ্ধতি নঞর্থক'অর্থ গ্রহণ করেছিল। তখন 'লোগোগ্রাফার ' বলতে ' অতিরঞ্জিত কাহিনীর লেখক ' - কে বোঝানো হত ।

লোগোগ্রাফারদের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ--

প্রথমত -- গদ্যের আঙ্গিকে বিবরণ:-- লোগোগ্রাফারগণ হোমারীয় ও হেসিওডীয় মহাকাব্যিক ধারাকে বর্জন করে গদ্য - ভাষায় কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন ।

দ্বিতীয়ত – আয়োনিয়ান ঐতিহ্যের অনুসরণ :-- গদ্য - ভাষা ও স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তার সূতিকাগৃহ ছিল এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আয়োনিয়া অঞ্চল । লোগোগ্রাফারগণ দু'একজন ব্যতিরেকে প্রায় সকলেই ছিলেন আয়োনিয়ান । তাঁরা আয়োনিয়ান উপভাষায় ( dilect ) তাঁদের রচনা নির্মান করেন । যদিও কাব্যিক চরিত্র এবং মহাকাব্যিক মডেলকে তারা সম্পূর্ণ পরিহার করেননি ( Poetic charecter , if not the style , of there epic model )।

তৃতীয়ত – বিষয়বস্তু :-- আয়োনিয়ান শহরগুলির এই কাহিনীকারদের রচনার বিষয়বস্তু ছিল যতদূর সম্ভব অতি - পূরাকাল থেকে হোমার বর্ণিত চরিত্র এবং হেসিওডের দেবতাদের কার্যাবলীর বর্ণনা । এক্ষেত্রে তাঁরা একই ' পৌরাণিক ঐতিহ্য ' ( mythic tradition ) অনুসরণ করেন।

চর্তুথত – তথ্যসূত্র :-- লোগোগ্রাফারগণ মন্দির ও সরকারি দলিল দস্তাবেজ থেকে তথ্যসূত্র সংগ্রহ করেন এবং শুধুমাত্র গতানুগতিক পদ্যে না লিখে গদ্যে তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন । প্রচলিত ধারা পরিহার করার এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে মুক্তচিন্তা বা বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা থেকে মুক্তির পরিচয় বহন করে ।

পঞ্চমত – সত্যের সন্ধান :-- প্রথমদিকে গদ্য - ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছিল বংশবৃত্তান্ত মূলক । কোনো সম্ভ্রান্ত গোত্রের ( Clan ) কুলুজী রচনাই ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । তবে কুলজী প্রণেতারা কেউ কেউ বর্ণিত গল্প বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বৃহত্তর পরিসরে অনুসন্ধান চালিয়ে অতীত ঘটনার উৎস সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হন । এইভাবে তারা হয়ে ওঠেন সত্য - সন্ধানী ' ( Truth Seekers ) ।

ষষ্ঠত-- যুক্তিবাদ ও মননশীলতা:-- লোগোগ্রাফারগণ নজিরবিহীন পদ্ধতিতে জ্ঞানচর্চার উন্মেষ ঘটান । তারা মনে করেছিলেন , নিখিল বিশ্ব মানুষের বোধগম্যের আয়ত্বাধীন এবং যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিশ্বজগৎনিয়ন্ত্রণের সাধারণতত্ত্বের উদঘাটন সম্ভব । যদিও তাঁদের রচিত ইতিহাসকে 'ক্রনিকল' ( Chronicle ) রূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা অধিক । কিন্তু এই সুপ্রাচীন লেখকরাই যুক্তি - তর্ক ও বিচার – বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর অবয়বও সৃষ্টির মূলে প্রবেশের প্রথম প্রচেষ্টা চালান । অ্যারিস্টটল তার 'রেটোরিক' ( Rhetoric ) গ্রন্থে লোগোগ্রাফারদের গদ্যশৈলীকে ' Lexis eiromone ' ( eiro ' , attach , join up , সংযুক্ত করা ) বলে চিহ্নিত করেছেন । এটিকে তিনি চলমান শৈলী ( 'Continuous' or 'running style ' ) বলে অভিহিত করেছেন ।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য , গোঁড়া আদর্শ ও ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করার একটি প্রবণতা লোগোগ্রাফারদের মধ্যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় । হেলেনিক সভ্যতার মূল আদর্শ 'যুক্তিবাদী

মানসিকতা ' - র আবির্ভাব আয়োনিয়ান অঞ্চলে প্রথম লক্ষ করা যায় । আয়োনিয়াতে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম হয় । এই বৈশিষ্ট্য লোগোগ্রাফারদের বর্ণনামূলক কাহিনীর অন্যতম প্রকৃতি নির্ধারণ করেছিল ।

সম্ভাব্য প্রশ্ন:--

1) লোগোগ্রাফার কাদের বলে ?
2) কোন শব্দ থেকে লোগোগ্রাফার শব্দের উৎপত্তি ?
3) হেরোডোটাস ও থুকিডাইডিস পর্বে যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল তার পূর্ব শর্ত গুলি কি ছিল ?
4) প্রাচীন গ্রীসে গদ্যভাষাও স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তার উৎস স্থল কোথায় ছিল ?
5) লোগোগ্রাফার দের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ।